ভোরের কাগজ

তারিখ 15 JAN 2003
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

### সংশোধিত গ্রেডিং পদ্ধতি ঘোষণা

# এ বছর এইচএসসি/কামিল পরীক্ষার ফল নির্ধারণে গ্রেডিং কার্যকর হচ্ছে

**কাগজ প্রতিবেদক** : মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাবলিক পরীক্ষায় লেটার গ্রেডিং পদ্ধতি সংশোধন করে সরকার সার্কুলার জারি করেছে। একই সঙ্গে প্রথমবারের মতো এইচএসসি/আলিম পরীক্ষায় ক্ষেত্রে লেটার গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তনও করা হচ্ছে। এবার ঐ দুটি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে লেটার গ্রেডিং পদ্ধতিতে।

গতকাল প্রকাশিত সার্কুলারে উল্লেখ আছে পরীক্ষায় উত্তীর্ণের কোনো বিভাগ উল্লেখ থাকবে না। শুধু প্রতি বিষয়ে প্রাপ্ত লেটার গ্রেড এবং সকল বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্ট (জিপি)-এর ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীর গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ উল্লেখ থাকবে। লেটার মার্ক ও স্টার মার্ক প্রদান এবং মেধা তালিকা প্রণয়ন বা প্রকাশ ইত্যাদি প্রথা থাকবে না।

সংশোধিত পদ্ধতিতে একটি বিষয়ে 'এফ' গ্রেড এবং জিপিএ ১ দশমিক ৫ বা তদূর্ধ্ব প্রাপ্ত পরীক্ষার্থীর ইতিপূর্বে পরবর্তী উচ্চতর শ্রেণীতে সাময়িকভাবে ভর্তির যে সুযোগ ছিল তা ২০০৩ সাল থেকে রহিত করা হয়েছে। মানোন্নয়নের লক্ষ্যে পরীক্ষার্থীকে অব্যবহিত পরবর্তী বছরেই পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষার্থীর ফল উন্নয়ন হলে তা গ্রহণ করা হবে, অন্যথায় পূর্বের ফল বহাল থাকবে।

২০০৪ সাল থেকে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষায় (এসএসসি, এইচএসসি, দাখিল ও আলিম) চতুর্থ বিষয় যোগ করে জিপিএ নির্ধারণ করা হবে। চতুর্থ বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্ট থেকে ২ বিয়োগ করে অবশিষ্ট গ্রেড

● এরপর- পৃষ্ঠা ২ কলাম- ৪

| লেটার গ্রেড | প্রাপ্ত নম্বরের শ্রেণী ব্যাপ্তি | গ্রেড পয়েন্ট |
|---|---|---|
| A+ | ৮০-১০০ | ৫.০০ |
| A | ৭০-৭৯ | ৪.০০ |
| A- | ৬০-৬৯ | ৩.৫০ |
| B | ৫০-৫৯ | ৩.০০ |
| C | ৪০-৪৯ | ২.০০ |
| D | ৩৩-৩৯ | ১.০০ |
| F | ০০-৩২ | ০.০০ |

## এ বছর এইচএসসি/কামিল পরীক্ষার

● প্রথম পাতার পর

পয়েন্ট মোট গ্রেড পয়েন্টের সঙ্গে যোগ করে প্রাপ্ত মোট জিপিকে চতুর্থ বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়সমূহের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে জিপিএ নির্ধারণ করা হবে। চতুর্থ বিষয় ছাড়াই যেসব ছাত্রছাত্রী জিপিএ-৫ পাবে তাদের ক্ষেত্রে চতুর্থ বিষয়ের গ্রেড পয়েন্ট যোগ করা হবে না বলে সার্কুলারে উল্লেখ করা হয়েছে।

২০০৩ সালে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীরা চতুর্থ বিষয়ের নম্বর যোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জুনাইদ বলেন, নতুন একটি সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোনো না কোনো গ্রুপকে ত্যাগ স্বীকার করতেই হয়। আর বর্তমান সার্কুলারে ২০০৩ সালের শিক্ষার্থীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। যেহেতু পূর্বে চতুর্থ বিষয়ের নম্বর যোগ হতো না, সেহেতু অনেক ছাত্রছাত্রী চতুর্থ বিষয় হিসেবে কোনো বিষয় পড়েনি। এ ছাড়া ২০০৩ সালের আসন্ন পরীক্ষায় সকল কার্যক্রমও সম্পন্ন হয়ে গেছে।

লেটার গ্রেডিং সংস্কার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেশের ছাত্রছাত্রীদের মেধার ধারণক্ষমতা অনুযায়ী লেটার গ্রেডিং সংস্কার করা হয়েছে। বর্তমান লেটার গ্রেডিং সংস্কার পদ্ধতিতে এসএসসি/দাখিল ও এইচএসসি/আলিম পরীক্ষায় একজন পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরকে লেটার গ্রেডে রূপান্তরের পদ্ধতি হবে নিম্নরূপ -

লেটার গ্রেডিং সংস্কার প্রসঙ্গে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন বলেন, বিশেষজ্ঞ মহলে আলোচনা, পর্যালোচনা, পত্রপত্রিকায় লেখালেখির ভিত্তিতে লেটার গ্রেডকে যুগোপযোগীভাবে সংস্কার করা হয়েছে। লেটার গ্রেড A+ প্রাপ্ত নম্বরের শ্রেণী ব্যাপ্তি ৮০ থেকে ১০০ সম্পর্কে তিনি বলেন, আমাদের দেশে ৮০ নম্বরকে লেটার মার্ক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অনেক শিক্ষকেরই ধারণা আছে অংকের কোনো প্রশ্নে ১০ এ ১০ দেওয়া গেলেও বাংলায় বা অন্য কোনো বিষয়ে এ নম্বর দেওয়া অসম্ভব। সে কারণেই নম্বরের শ্রেণীব্যাপ্তি ৯০ থেকে ১০০ করা সম্ভব হয়নি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রশ্নপত্রের ধরন পাল্টানো, খাতা মূল্যায়নে পরিবর্তন, লেখাপড়ার পদ্ধতি পরিবর্তন, একাডেমিক ক্যালেন্ডার পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ের সমন্বয় করা সম্ভব হলে A+ এর নম্বরের শ্রেণী ব্যাপ্তিকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা সম্ভব হবে। ফেল গ্রেড ৪০ নম্বরে নির্ধারণ গ্রহণযোগ্য হবে। তিনি বলেন, আমেরিকা বা উন্নত বিশ্বে A+ ৯০ নম্বর থেকে নির্ধারণ করলেও আমাদের দেশে তা অনুসরণ করা ঠিক হবে না। তবে লেখাপড়ার সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি লেটার গ্রেডিং পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে সংস্কার হবে।

লেটার গ্রেডিং সিস্টেমকে শিগগিরই আবার সংস্কার করা হবে কিনা প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, লেটার গ্রেডিং সিস্টেমে শিগগিরই কোনো পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না। কেননা একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন ঘটাতে হবে। ইতিমধ্যে পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র কিভাবে প্রণয়ন করতে হবে সে সম্পর্কিত একটি আলোচনা হয়েছে বলে মন্ত্রী জানান।

লেটার গ্রেডিং পদ্ধতির সংশোধনীতে অন্য যে বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা হলো- পরীক্ষার্থী কোনো বিষয়ে 'এফ' গ্রেড না পেলে এবং তার জিপিএ ন্যূনতম ১ হলে তাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ঘোষণা করা হবে। এসএসসি/দাখিল পরীক্ষায় ন্যূনতম চারটি বিষয়ে এবং এইচএসসি/আলিম পরীক্ষায় ন্যূনতম তিনটি বিষয়ে উত্তীর্ণ হলে অর্থাৎ 'ডি' বা তদূর্ধ্ব গ্রেড পেলে অনুত্তীর্ণ বাকি বিষয়ে/বিষয়সমূহে পরবর্তী বছর পরীক্ষা দিতে পারবে। এই সুযোগ রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা পর্যন্ত বহাল থাকবে। পরীক্ষার্থীর উত্তীর্ণ বিষয়/বিষয়সমূহের ফল/প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষিত থাকবে এবং পরবর্তী সময় অনুত্তীর্ণ বিষয়/ বিষয়সমূহে উত্তীর্ণ হলে প্রাপ্ত জিপি-এর সঙ্গে পূর্ববর্তী বছরের উত্তীর্ণ বিষয়/বিষয়সমূহের সংরক্ষিত জিপি যোগ করে পরীক্ষার্থীর জিপিএ নির্ধারণ করা হবে। তবে এক্ষেত্রে পরীক্ষার্থী ইচ্ছা করলে সব বিষয় পরীক্ষা দিতে পারবে।

একাধিক অংশ সংবলিত বিষয়সমূহে যেমন-তত্ত্বীয়, ব্যবহারিক, রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক) বর্তমানে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক অংশে পৃথক পৃথকভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে। উত্তীর্ণ সকল অংশে প্রাপ্ত নম্বরের যোগ ফলের ওপর ভিত্তি করে ঐ বিষয়ে গ্রেড নির্ধারণ করা হবে। যে কোনো একটি অংশে অনুত্তীর্ণ হলে ঐ বিষয়ে অনুত্তীর্ণ বলে গণ্য হবে।

শিক্ষা বোর্ড থেকে মূল সনদপত্র ইস্যু বিদ্যমান থাকবে। বিভাগের জায়গায় জিপিএ উল্লেখ থাকবে। নম্বরপত্রের পরিবর্তে মূল্যায়নপত্র ইস্যু করা হবে। এতে প্রত্যেক বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড, জিপি ও জিপিএ উল্লেখ থাকবে এবং প্রতি গ্রেডের জন্য নির্ধারিত ব্যাপ্তি উল্লেখ থাকবে। পরীক্ষার ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর রোল নম্বরের পাশে জিপিএ এবং বাকি পরীক্ষার্থীর রোল নম্বরের পাশে বন্ধনীতে 'এফ' লেখা থাকবে। টেবুলেশন বইতে সকল পরীক্ষার্থীর বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ থাকবে।

নতুন জারিকৃত সার্কুলারের ভিত্তিতে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসমূহের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় পর্যায়ক্রমে লেটার গ্রেড পদ্ধতির প্রবর্তন করা হবে।